আজকের কাগজ

তারিখ 25 AUG 1993 পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

82

109

শিক্ষিত সমাজ এবং শিক্ষা ব্যবস্থা

'শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড' বাক্যটি সবার মুখে শুনা যায়, কিবা শিক্ষিত কিবা অশিক্ষিত এমনি শিক্ষা নিয়ে আরও কত কথা। শিক্ষিত জাতি ছাড়া কোন দেশের উন্নয়ন/উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়। শিক্ষাই আলো। দেশ-সমাজে শান্তি-শৃংখলা, মৈত্রীভাব গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 'শিক্ষা লাভের জন্যে সুদূর চীন দেশে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে গেছেন নবীজী'। গরীবের এদেশে গরীব কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে, মাঝি, কুলি-মজুরের ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার কোন রকম সুযোগ রাখা হয়নি। নুন আর পান্তায় যেখানে দেখাদেখি হয় না সেখানে লেখাপড়ার খরচ চালানো ঘোড়ারোগ নাকি? বর্তমান সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের কথা বলছেন। আমার প্রশ্ন এ ব্যয় সরকার জোগান দেবেন নাকি পাবলিক দেবে? অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় পাবলিকই দেবে, কেননা সরকার যখন ব্যয় বরাদ্দের কথা বলছেন ঠিক তখন ছাত্রদের বেতন এবং অন্যান্য ফি বাড়িয়ে দেওয়া হল।

শিক্ষাকে বাস্তবমুখী এবং সার্বজনীন করার কথাও বলছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু কেউ কি কখনো ভেবে দেখেছেন- সকল শিশু স্কুলে ভর্তি হলে যে পরিমাণ স্কুল আছে সেগুলোর ছাদ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হবে না? ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আর ঘোষণা দিলেই সুরম্য প্রাসাদ নির্মিত হয়ে যায় না কিংবা কার্য সিদ্ধি হয় না। কথা এবং কাজে মিল থাকা চাই- এতে গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। হাজার হাজার গ্রামে এখনও স্কুলই নেই, অনেক স্কুল আছে যেগুলোর বর্ণনা না করাই ভাল। তাছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে এক বিরাট বৈষম্য, কোথায় সেই শহরের কিন্ডার গার্টেন কোথায় সেই অজপাড়া গাঁয়ের ছলিমুদ্দিন প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশ। গ্রামে লেখাপড়ার পরিবেশ একেবারেই নেই। গ্রামের ছাত্রের মূল্য নেই- গ্রামের ছাত্রের ভবিষ্যত নেই। জানি না কোন অশুভ শক্তি গ্রামকে উঠতে দিচ্ছে না।

রতন চন্দ্র দেবনাথ
গ্রাম + ডাকঃ রায়পুর,
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।